ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম ও বাংলা উপন্যাস

(১৯৬০-২০১০)

অভিসন্দর্ভের ৩৫০ শব্দের সারাৎসার

(Registration No. : R-15RS02110044 & Dated : 10th May 2016)

গবেষক

তপন পাণ্ডা

পাশ্চাত্য সাহিত্য আন্দোলনের ক্রমবিবর্তনের পথে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ‘ম্যাজিক রিয়ালিজমে’র (Magic Realism) উদ্ভব হয়েছে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে জার্মান শিল্প-সমালোচক ফ্রাঞ্জ রো চিত্রকলায় ‘Post Expressionism’ বোঝাতে ‘Magischer Realisms’ শব্দবন্ধটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। এই তাত্ত্বিক পরিসরে প্রাণিত হয়ে কিউবার আলেহো কার্পেন্তিয়ের লাতিন আমেরিকার অবিশ্বাস্য পরিবেশকে প্রত্যক্ষ করে এর নাম দিয়েছিলেন ‘Marvelous Real’। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ‘The Kingdom of This World’ উপন্যাসের আধারে তার প্রথম প্রয়োগ ঘটে। ইউরোপীয় আধিপত্যবাদকে অস্বীকার করে সাহিত্যের আঙিনায় তৃতীয় বিশ্বের উত্থান ঘটল। ঔপনিবেশিক অত্যাচারকে প্রতিহত করবার জন্য অন্ত্যেবাসীদের জীবন ও তাদের লোককথা, উপকথা, কিংবদন্তি, কিংবা ‘মিথ-পুরাণের বিশ্বাসী’ জগতের বাস্তবতা আখ্যানের মধ্যে উঠে এল। প্রখর সংকটময় বাস্তবতার মাঝে এ-সকল বিষয়কে কথাকারেরা প্রয়োগ করলেন, যার চরিত্র বা ঘটনাক্রম ম্যাজিকের মতো হয়ে উঠল।

ক্রমে ক্রমে আখ্যানের এই নির্মাণ পুরো লাতিন আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। রুলফো, ফুয়েন্তেস, আর মার্কেসদের মত প্রতিভাধরদের হাতে জাদুবাস্তবতা হয়ে উঠল একটি প্রতিবাদ মূলক আখ্যান। তৃতীয় বিশ্ব নিজেদের কথা বলবার বয়ান পেল। আর সে বয়ানে চুরমার হয়ে গেল ইউরোপিয়ানদের সাজানো প্লট। নির্বাসিত হল সময়ের ক্রমবিন্যাস। ফলত, শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অতীতের গভীরে প্রবেশ করেছে আখ্যান; ভবিষ্যতের স্বপ্ন গড়ে দেবে বলেই।

প্রান্তিকতার দাবী মেনে আফ্রিকা থেকে কানাডায়, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে ভারতে এই অভিনব তাত্ত্বিক-বয়ানটি ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলা সাহিত্যও সে-স্রোতে স্নাত

হয়েছে। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস চর্চায় দেখা গেল, 'ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম' সাহিত্য-আন্দোলনটি সংগঠিত হওয়ার পূর্বেই---রূপকথা, গ্রাম্যবিশ্বাস, বা ভূতপ্রেতের ঐতিহ্য দিয়ে ঔপনিবেশিককালে ব্যঙ্গাত্মক আখ্যান অনেকেই লিখে ফেলেছেন। বাংলা আখ্যানেও বিস্তর বিবর্তন এল। বাংলা উপন্যাসেও সময়ের বিন্যাসে, প্লটের গঠনে, কাহিনি নির্মাণে, চরিত্রের বিকাশে জাদুবাস্তবতার প্রকাশ ধরা পড়ল ।

বলা যায়, ছয়ের দশকে হাংরি জেনারেশন ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের গর্ভে বাংলা সাহিত্যের 'ম্যাজিক রিয়ালিজমে'র ইঙ্গিতটি প্রথম ধরা পড়ে। ঐ দশকেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কুবেরে'র হাত ধরে আমরা প্রথম উপন্যাসে জাদুবাস্তবতার স্বাদ পাই। তবে লাতিন আমেরিকার মতো ভিন্নরকম প্রতিবাদী স্বর নিয়ে বাংলা উপন্যাসে ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম ওঠে এসেছে আটের দশকে। অভিজিৎ সেন, মহাশ্বেতা দেবী, সৈয়দ মুজতবা সিরাজ, আবুল বাশার, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, শাহযাদ ফিরদাউস প্রমুখেরা উপন্যাসের আধারে শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বয়ান নির্মাণ করলেন লোকসংস্কৃতির আঙ্গিকে, মিথিক রূপকল্পনায় কিংবা ভৌতিক পরিসরে বা স্বপ্নের ভিতর দিয়ে।

একুশ শতকে দেখা গেল, জাদুবাস্তবতার বয়ানের অভিঘাতে আক্রমণের অভিমুখ অনেকখানি বিস্তৃত হয়ে গেছে। কেবল স্থানীয়, বা জাতীয় নয়, আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোও বিশ্বসাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যও বিশেষ পরিসর গ্রহণ করেছে। নবারুণ ভট্টাচার্য, কিন্নর রায়, দেবর্ষি সারগী, সোহারাব হোসেন, রবিশংকর বল প্রমুখের আখ্যানশৈলীতে 'ঔপনিবেশিক' প্রথাগত ধারণাগুলো ভেঙে খান খান হয়ে গেল। বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যেও জাদুবাস্তবতার প্রতিরোধী আখ্যান দেখা গেল। ক্রমে ভারতীয় প্রাদেশিক হিন্দি, অসমীয়া, মারাঠি, উড়িয়া, কন্নড় প্রভৃতি ভাষার উপন্যাসে লক্ষ করা গেল জাদুবাস্তবতার নির্মাণ। এই অভিসন্দর্ভের সাতটি অধ্যায় জুড়ে বাংলা উপন্যাসের (১৯৬০-২০১০) ভিত্তিতে ম্যাজিক রিয়ালিজমের সেই বহুমাত্রিক বিশ্লেষণী অনুসন্ধান আছে।